BHATTER COLLEGE.DANTAN

DANTAN.PASCHIM MEDINIPUR::721426

Class- M.A. 2nd sem

Unit-ii

Paper – HIST.205(B)

CONTEMPURARY WORLD:SELECT THEMES

Name-Priyaranjan patra

Note-arab-israel conflict

Scanned with CamSc

রাজনীতির একটি সংযোজনে পরিণত হয়।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (Arab-Israel War) : ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে মধ্য রাত্রে 'ইসরায়েল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই দীর্ঘকাল ব্যাপী আরব-ইসরায়েল সংঘাতের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আঞ্চলিক সংঘর্ষগুলির মধ্যে একাধিক পর্যায়ে আরব–ইসরায়েল সংঘর্ষ সবচেয়ে আলোড়নকারী ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ইজরায়েল ও আরবদের সংঘর্ষ 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর দিনগুলিতে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সাথে বিশ্ব রাজনীতিকেও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই বিবদমান শিবিরের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য পরোক্ষ শক্তি-পরীক্ষার অঙ্গন হয়ে ওঠে। আরব জাতীয়তাবাদ যেমন সোভিয়েত সমর্থন লাভ করে, তেমনই ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষে মার্কিন ও ইওরোপীয় মদত সর্বদাই সহজলভ্য ছিল। ঠাণ্ডা লড়াই-পর্বে আরব দেশগুলি ও ইসরায়েলের মধ্যে মোট তিনবার বড় মাপের যুদ্ধ এবং একাধিক সংঘর্ষ হয়েছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রেই প্যালেস্তানীয় সমস্যাকে উপলক্ষ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সংঘর্ষগুলিতে একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংঘাত এবং অন্যদিকে ইসরায়েল ও প্রতিবেশি আরব রাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ডের দখল নিয়ে ঝগড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংঘাত : আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণ

প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ১৯৪৮–৪৯ খ্রিঃ (First Arab Israel War, 1948–49) : পশ্চিমী চক্রান্তে আরব ভূখণ্ডে প্যালেস্টাইন রাজ্যের একটি অংশ নিয়ে প্রবাসী ইহুদিদের একটি স্বদেশভূমি 'ইসরায়েল' প্রতিষ্ঠা আরব দেশগুলি মেনে নিতে পারে নি। তাই আরব দেশগুলি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি জানাতে কিছুতেই রাজি হয় নি। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৫টি আরব রাষ্ট্র; যথা—মিশর, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন ও ইরাক সম্মিলিতভাবে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের পক্ষ নিয়ে ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। এইভাবে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সূচনা হয়। জনসংখ্যা ও সেনাবাহিনীর শক্তির দিক থেকে আরবরা শক্তিশালী হলেও আরবরাই এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। প্রায় এক বছর অবিরাম আরব–ইসরায়েল যুদ্ধ চলার পর, ইসরায়েলী সেনাপতি জেনারেল মোসে দায়ান (Mose Dayan) আরব শক্তিকে বিধ্বস্ত করে কোণঠাসা করেন। আরব সেনাদলও ইসরায়েলীদের তুলনায় নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের সাফল্য

Scanned with CamSc

সুয়েজ সংকটের তাৎপর্য (Significance of the Suez Crisis) : মধ্যপ্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর সুয়েজ সংকটের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছিল। প্রথমত, এই সংকট থেকে মুক্ত হবার ফলে 'আরব জাতীয়তাবাদ' জয়যুক্ত হয়েছিল। মিশর শুধু সুয়েজ খালের মালিকে পরিণত হয় নি, সমগ্র আরব অঞ্চল সহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মিশরের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে নাসেরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি আরব জগতে 'বীরের মর্যাদা' পান। তিনি নিজেকে আরব জাতীয়তাবাদের 'আধুনিক সালাদিন' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়া মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে স্বীকৃতি দেয়। নাসের বিচক্ষণতার সঙ্গে ইসরায়েল ছাড়া সব রাষ্ট্রকে সুয়েজ খাল ব্যবহারের অনুমতি দেন। সুয়েজ ঘটনায় নাসেরের সাফল্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের মিলনে 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' (United Arab Republic, U.A.R) গঠন সম্ভব হয়। এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন নাসের। দ্বিতীয়ত, সুয়েজ সংকটের মাধ্যমে মিশর ও ইসরায়েলের শত্রুতা ব্যাপকতা অর্জন করেছিল। তৃতীয়ত, সুয়েজ সংকটের পর মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রভাবের অবসান ঘটে। সকল দিক থেকে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এজন্য অনেকে সুয়েজ যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি বিপর্যয়কে 'দ্বিতীয় দিয়েন ফু' বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটেনের এই হঠকারী আগ্রাসনবাদী কাজ মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশই মেনে নিতে পারে নি। ইরাকের সঙ্গে তার অনেক পুরানো সম্পর্ক এর পর নষ্ট হয়ে যায়। ব্রিটিশপন্থী ইরাকী প্রধানমন্ত্রী নূরি-ইস সৈয়দ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরা গেরিলাদের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পর থেকে দুর্বল ব্রিটেন আরো অনেক বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিল। ফ্রান্সের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ায় এর পর ফ্রান্স-বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম তীব্র হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। মোট কথা, এর পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত অবসান ঘটে। সুয়েজ সংকট আরব জগতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'নতুন ভাবমূর্তি' স্থাপনের সহায়ক হয়েছিল। আসোয়ান বাঁধ প্রকল্পের রূপায়নের জন্য সাহায্য থেকে আরম্ভ করে সামরিক সাহায্য দানের মাধ্যমে মিশরকে বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত করা তার লক্ষ্য ছিল। এর ফলে আরব রাষ্ট্রসমূহে 'আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক' হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চমত, সুয়েজ সংকটের পর মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ তৎপর হয়েছিল। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনভাবে যেন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতি স্থির করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিঃ ৫ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে 'আইজেনহাওয়ার ঘোষণা' উপস্থাপিত করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন রাষ্ট্রের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সুয়েজ সংকটের তাৎপর্য

Scanned with CamSc

কোন দেশ সাহায্যের আবেদন জানালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশের নিরপত্তার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত করবে। মধ্যপ্রাচ্যে এই হস্তক্ষেপ নীতির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য 'শূন্যতার তত্ত্ব' তুলে ধরা হয়। এই তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য দুই বছরের জন্য ৪০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ান ডলার অর্থ বরাদ্দ করা হয়। শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবানন ও জর্ডনে হস্তক্ষেপ করে। Peter Calvocaressi-র মতে, মধ্যপ্রাচ্য এইভাবে 'ঠাণ্ডা লড়াই' রাজনীতির একটি সংযোজনে পরিণত হয়।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (Arab-Israel War) ঃ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে মধ্য রাত্রে 'ইসরায়েল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই দীর্ঘকাল ব্যাপী আরব-ইসরায়েল সংঘাতের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আঞ্চলিক সংঘর্ষগুলির মধ্যে একাধিক পর্যায়ে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষ সবচেয়ে আলোড়নকারী ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ইজরায়েল ও আরবদের সংঘর্ষ 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর দিনগুলিতে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সাথে বিশ্ব রাজনীতিকেও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই বিবদমান শিবিরের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য পরোক্ষ শক্তি-পরীক্ষার অঙ্গান হয়ে ওঠে। আরব জাতীয়তাবাদ যেমন সোভিয়েত সমর্থন লাভ করে, তেমনই ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষে মার্কিন ও ইওরোপীয় মদত সর্বদাই সহজলভ্য ছিল। ঠাণ্ডা লড়াই-পর্বে আরব দেশগুলি ও ইসরায়েলের মধ্যে মোট তিনবার বড় মাপের যুদ্ধ এবং একাধিক সংঘর্ষ হয়েছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রেই প্যালেস্তানীয় সমস্যাকে উপলক্ষ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সংঘর্ষগুলিতে একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংঘাত এবং অন্যদিকে ইসরায়েল ও প্রতিবেশি আরব রাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ডের দখল নিয়ে ঝগড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংঘাত ঃ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণ

প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ১৯৪৮–৪৯ খ্রিঃ (First Arab Israel War, 1948–49) ঃ পশ্চিমী চক্রান্তে আরব ভূখণ্ডে প্যালেস্টাইন রাজ্যের একটি অংশ নিয়ে প্রবাসী ইহুদিদের একটি স্বদেশভূমি 'ইসরায়েল' প্রতিষ্ঠা আরব দেশগুলি মেনে নিতে পারে নি। তাই আরব দেশগুলি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি জানাতে কিছুতেই রাজি হয় নি। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৫টি আরব রাষ্ট্র; যথা—মিশর, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন ও ইরাক সম্মিলিতভাবে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের পক্ষ নিয়ে ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। এইভাবে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সূচনা হয়। জনসংখ্যা ও সেনাবাহিনীর শক্তির দিক থেকে আরবরা শক্তিশালী হলেও আরবরাই এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। প্রায় এক বছর অবিরাম আরব–ইসরায়েল যুদ্ধ চলার পর, ইসরায়েলী সেনাপতি জেনারেল মোসে দায়ান (Mose Dayan) আরব শক্তিকে বিধ্বস্ত করে কোণঠাসা করেন। আরব সেনাদলও ইসরায়েলীদের তুলনায় নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের সাফল্য

Scanned with CamSc

ইতিমধ্যে জর্ডনের রাজা আবদুল্লাহ মত বদলে প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদ সমর্থন করেন; এই আশায় যে, ইসরায়েলী অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ জর্ডনের সঙ্গে যুক্ত হবে। মিশর আরব লীগের নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকে। ইরাক মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আরবদের পক্ষে কার্যকরী সহায়তা দেয় নি। ১৯৪৯ খ্রিঃ আরব–ইসরায়েল যুদ্ধে ভাঁটা পড়ে। আরব–ইসরায়েলের এই প্রথম যুদ্ধ অবশ্য আরবদের পক্ষে সাফল্যজনক হয় নি। জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় সামরিক যুদ্ধ-বিরতি হলেও আরব দেশগুলি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করে এবং ইহুদি জাহাজের সুয়েজ খাল ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের ফলে ইসরায়েল তার মূল ভূখণ্ড অনেকটা বাড়িয়ে নেয়। ইসরায়েল তার নির্দিষ্ট সীমান্তের বাইরে ২৩% প্যালেস্টাইন অতিরিক্ত অধিকার করে নেয়। জর্ডন নদীর পশ্চিম ভাগ এবং মিশরের গাজা অঞ্চল অধিকার করে। ইসরায়েল অধিকৃত প্যালেস্টাইন থেকে ১ মিলিয়ান আরব উৎখাত হয়ে কিছু জর্ডনের অধিকৃত অঞ্চলে, কিছু মিশর অধিকৃত গাজা অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। তাদের সমুদয় সম্পত্তি বেদখল হয়ে যায়। এই আরব শরণার্থীদের জাতিপুঞ্জের U.N.R.W.A খাদ্য ও বস্ত্র যোগাতে থাকে। আরব রাষ্ট্রগুলি এবং ইসরায়েল এই শরণার্থীদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। অপরদিকে, মিশর প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগুলি এই শরণার্থীদের দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'বিশ্বজনমত' জাগাবার চেষ্টা করে।

এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসরায়েল তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, এর ফলে ইসরায়েল পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শান্তি স্থায়ী হয় নি। কারণ আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইসরায়েল পরস্পরকে 'স্থায়ী শত্রুরূপে' গণ্য করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পৃষ্ঠপোষক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কার্যত নিজেদের স্বার্থেই আরব-ইসরায়েল বিরোধকে জিইয়ে রাখে। তারা নানাভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করতে থাকে। ১৯৫০ খ্রিঃ পশ্চিমী দুনিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ত্রিপাক্ষিক ঘোষণায় বলেছিল আরব ইসরায়েল কেউ কারও সীমানা লঙ্ঘন করবে না। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগুলিকে ও ইসরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি করেছিল। এর পরিণতি ভাল হয় নি। শান্তির পরিবর্তে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি বেড়েছিল। আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র পেয়ে তারা পরস্পরকে আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল। অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী লিখেছেন—"প্যালেস্তিনীয়দের হয়ে আরবদেশগুলি বার বার যুদ্ধ করলেও এই নিজভূমে পরবাসী হওয়ার দুঃখময় অস্তিত্বই প্যালেস্তিনীয় সমস্যার আসল স্বরূপ। এই দুরবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে জাগ্রত হয় প্যালেস্তিনীয় জাতীয়তাবোধ, যা নিখিল আরব- চেতনার (Pan Arabism) থেকে আংশিক উপকৃত হলেও শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র চরিত্র গ্রহণে বাধ্য হয়।"[১]

এই যুদ্ধের ফলে ইসরায়েলের পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ

Scanned with CamSc

দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ১৯৫৬ খ্রিঃ (The Second Arab-Israel War, 1956) : ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে ইসরায়েল ও তার সহযোগী পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে মিশরের নেতৃত্বাধীন আরব রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের নতুন করে অবনতি হয়েছিল। এর ফলে দ্বিতীয় আরব—ইসরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর অসম্মান ও প্যালেস্টিনীয় আরবদের দুর্দশায় অন্যান্য আরব দেশের মনোভাব কঠিন হয়ে উঠলেও সুসংহত কোন উদ্যোগ নিতে তখনই কেউ প্রস্তুত ছিল না। বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলি আর একটি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

দ্বিতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ

ইতিমধ্যে মিশরের রাজতন্ত্রের পতন ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতা গামাল আবদেল নাসেরের উত্থান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন নিয়ে আসে। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের একজন প্রথম সারির 'নেতা' হিসাবে নাসের ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে সৃষ্ট 'বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতা' করেন। এতে পশ্চিমী শক্তিজোট ক্ষুব্ধ হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা নানাভাবে ইসরায়েলকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করতে থাকে। কিন্তু মিশর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কাছে বারংবার সাহায্যপ্রার্থী হয়েও ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। মিশর চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাগ হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীলনদের ওপর আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হয়। তখন সোভিয়েত সহায়তায় বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে নাসের ১৯৫৬ খ্রিঃ ২৬শে জুলাই সুয়েজ খাল কোম্পানির জাতীয়করণের একটি সুদূর-প্রসারী ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেন। সুয়েজ খাল কোম্পানির ব্রিটিশ ও ফরাসি অংশীদারগণ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পেলেও ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে খাল পুনর্দখলের যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইসরায়েল ১৯৫৬ খ্রিঃ ২৯শে অক্টোবর মিশর আক্রমণ করে। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের প্রতিবাদে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ৩১শে অক্টোবর মিশরের বিরুদ্ধে বিমান হানা শুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যে ইসরায়েল সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে। ইসরায়েল আক্রমণের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে ইসরায়েলকে তার নিজ এলাকায় ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 'ভেটো' প্রদানের ফলে ঐ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ক্রমেই এই যুদ্ধ ইসরায়েল ও তার পশ্চিমি মিত্রদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র আরবজাতির 'প্রতীকী যুদ্ধে' পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনা পরামর্শে ইঙ্গ-ফরাসি-ইসরায়েলী শক্তি মিশর আক্রমণ করলে ওয়াশিংটন ভীষন চটে যায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার বৈঠক আহ্বান করা হয়। ২রা নভেম্বর সাধারণ সভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত একটি

Scanned with CamSc

খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি, সৈন্য অপসারণ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ৫ই নভেম্বর আরব-ইসরায়েল সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেয় এবং ১০টি দেশের সেনাবাহিনী নিয়ে অচিরেই 'জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী' গড়ে তোলা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে যখন এই সংকট চলছিল তখন সোভিয়েত রাশিয়া হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিল। তবে ৫ই নভেম্বর সোভিয়েত প্রতিনিধি জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং তীব্র ভাষায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নীতির সমালোচনা করেন। সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেন। মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠাবার কথাও বলা হয়। যাই হোক, ১৫ই নভেম্বর জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী (United Nations Emergency Force বা UNEF) মিশরে উপস্থিত হয়। আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ-ইসরায়েলী বাহিনী পিছু হঠে যায়। ধীরে ধীরে ইসরায়েল, ফরাসি এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারিত হয় ও জাতিপুঞ্জের বাহিনী শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উভয় পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থানসমূহ পরস্পরকে ফেরত দেয়। ভবিষ্যতে যাতে ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে সেজন্য উভয় রাষ্ট্রের সীমায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার ব্যবস্থা হয়। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর এই এলাকায় শান্তি বজায় ছিল, তবে দু-পক্ষে সম্পর্কের কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় নি।

ইসরায়েলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ

দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বা সুয়েজ যুদ্ধ বৃহত্তর আরব-ইসরায়েলী সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। এই যুদ্ধে ইসরায়েলের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তার সামরিক উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে পেরেছিল। সুয়েজ যুদ্ধের পর ইসরায়েলের কিছু সুবিধা হয়। সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসরায়েলে আরবদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়। এইলস্ট বন্দর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আকাবা উপসাগর ও তিরাণ প্রণালীর মাধ্যমে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের যোগাযোগও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ থেকে আরব দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির শিক্ষা

১৯৪৮ খ্রিঃ এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলের হাতে পরাজয় থেকে মিশর সহ আরব রাষ্ট্রগুলি এই শিক্ষা নেয় যে, সামরিক শক্তিতে তারা ক্ষুদ্র ইসরায়েল অপেক্ষা হীন। সামরিক শক্তির সংগঠন দৃঢ় করতে না পারলে এবং অস্ত্রের ভাষায় কথা না বলতে পারলে, আরব দেশগুলি পাশ্চাত্য শক্তির চক্রান্তে ধ্বংস হবে। এজন্য মিশর ও সিরিয়া সোভিয়েত অস্ত্রের দ্বারা শক্তিবৃদ্ধির নীতি নেয়। দ্বিতীয়ত, প্যালেস্টাইনের শরণার্থীরা আল ফাতাহ গোষ্ঠীর নেতা 'ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে' সংঘবদ্ধ

Scanned with CamSc

ইসরায়েল সীমান্তে P.L.O বা প্যালেস্টাইন গেরিলা মুক্তিবাহিনী এবং সিরিয়ার বাথ দলের সন্ত্রাসবাদীদের অবিরাম হানা এবং ইসরায়েলের পাল্টা হানা প্রচার শান্তিকে বিঘ্নিত করতে থাকে। বাথ দলের সদস্য সমর্থকরা প্রবলভাবে আরব ঐক্যে স্বাধীনতা ও ঐক্যে বিশ্বাসী ছিল। এই দল আরব জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার পক্ষে নেয়

তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ১৯৬৭ খ্রিঃ (Third Arab-Israel War, 1967) : নানাভাবে তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা কর্তৃক 'আইজেনহাওয়ার নীতি' হওয়ার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই-এর উত্তেজনা' দ্রুত বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব রোধ করার জন্য ইসরায়েলকে তার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। অন্যদিকে সুয়েজ যুদ্ধের সময় থেকেই আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর আবহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে মদত দিতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নও চুপচাপ বসে না থেকে পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে সিরিয়া ও বিশেষ করে মিশরকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন ইঙ্গিতও দেয় যে, ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাধলে সে সক্রিয়ভাবে আরবদের সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি আরব দেশগুলি ঠাণ্ডা লড়াই-এর সুযোগে রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র সাহায্য পায়। এই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসরায়েলকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ সংকটের পর ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের সীমানায় জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাকারী বাহিনী (UNEF) মোতায়েন ছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সুয়েজ যুদ্ধের পর থেকে উভয় পক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে সীমান্ত সমস্যা চলছিল এবং জাতিপুঞ্জের একটি কমিশন দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়েও এর কোন সমাধান করতে পারে নি। তাই সিরিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ইসরায়েলের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রেসিডেন্ট নাসের সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাকের সঙ্গে এক 'আত্মরক্ষামূলক চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। মিশরীয় সেনাদলকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সিনাই উপদ্বীপে আক্রমণের জন্য সন্নিবেশ করা হয়। মিশর তার সীমান্ত থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাকারী বাহিনীকে চলে যেতে নির্দেশ দিলে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব উ থান্ট (U. Thant) ১৯শে মে শান্তিরক্ষাকারী বাহিনী প্রত্যাহার করেন। মিশর অতঃপর ভূমধ্যসাগরে ইসরায়েলের বন্দর এবং আকাবা উপসাগরে ইসরায়েলী জাহাজ চলাচল ও ইসরায়েলের তৈল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে সীমানা সংঘর্ষ, মিশর সহ আরব রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের প্রস্তুতি

Scanned with CamSc

বৃহৎ শক্তিগুলি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকে। এতদিন পর্যন্ত জর্ডন আরব ইসরায়েলী বি... অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ছিল। এখন আরব লীগের চাপে যুদ্ধকামী মিশর ও সিরিয়ার স... জর্ডন আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করায় ইসরায়েল জলে ও স্থলে সকল দিক ... অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩০শে মে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েল ও ... রাষ্ট্রগুলিকে যে কোন রকমের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ...

এমতাবস্থায় ইসরায়েলী জনমত যুদ্ধের জন্য উত্তাল হয়ে ওঠে। যুদ্ধমন্ত্রী প্র... বিজয়ী সেনাপতি মোসে দায়ান স্থির করেন যে: (১) আরবী শক্তিগুলির ... সমাবেশের প্রত্যুত্তরে ইসরায়েলী সেনা সমাবেশ ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ... সুতরাং অতর্কিত বিমান আক্রমণ দ্বারা শত্রুপক্ষের বিমান বলকে ধ্বংস করলে, মিশরী... স্থলসেনার বিমান আচ্ছাদন নষ্ট হবে। (৩) এই আক্রমণ সফল হলে ইসরায়েল... শত্রুপক্ষের বিমান হানা দুর্বল হবে এবং ইসরায়েলী স্থলবাহি... সুরক্ষিত হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসরায়েলী বিমান বহর মিশরের...

তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের হাতে আরব রাষ্ট্রগুলির শোচনীয় পরাজয়

বিমান ক্ষেত্রগুলিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন অকস্মাৎ বিমান... আক্রমণ দ্বারা অসংখ্য বিমান ও বিমানক্ষেত্রগুলি ধ্বংস করে দেয়। মিশরের ৪০০ বিমানের $\frac{২}{৩}$ অংশ এই আক্রমণে ধ্বংস হয়। একই দিনে ৮—১৫ মি. ইসরায়েলী স্থলসেনা আক্রমণ হানে। এই স্থলসেনা দুদিনের মধ্যে অসংখ্য মিশরীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও সেনাদের বন্দী করে সিনাই উপত্যকা পর্যন্ত অধিকার করে। অপর সীমান্তে ইসরায়েলী বাহিনী জর্ডনকে পর্যুদস্ত করে জর্ডন নদীর পশ্চিম ভূভাগ দখল করে। সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলী সেনা গোলান পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে যায়। এখান থেকে দামাস্কাস নগরীকে ইসরায়েলী কামানের পাল্লায় রেখে সিরিয়াকে নতজানু করে দেয়। ১৯৬৭ খ্রিঃ তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরব শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইসরায়েল সিনাই উপত্যকা, জর্ডনের পশ্চিম তীর ও গোলান উপত্যকা দখল করে তার আধিপত্য ঘোষণা করে। মিশরীয় সেনার ৮০% অস্ত্র ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরায়েলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্নেল নাসেরের গগনচুম্বী মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়।

মাত্র ছয়দিনের এই সংগ্রামে এতগুলি আরব রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির শোচনীয় পরাজয়ে সমগ্র আরব দুনিয়াতে হতাশার সঞ্চার হয়। ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলি ১০ জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত 'যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব' মানতে বাধ্য হয়। ইসরায়েল তার অধিকৃত এলাকা ত্যাগ করতে অসম্মত হয়। জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল ইউ থান্ট-এর প্রতিনিধি হিসাবে গুনার জারিং (Gunar Jarring) উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং ইসরায়েলকে আরব এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বলেন। তিনি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে দু পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য জাতিপুঞ্জ নিষ্ফল প্রয়াস চালাতে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দিয়ে

Scanned with CamSc

একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যার মর্মার্থ ইসরায়েলকে সমস্ত দখলীকৃত ভূমি ছেড়ে যেতে হবে, আরব দেশগুলি ইসরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট থাকবে। বলা বাহুল্য, কোন পক্ষই এই পন্থা অনুসরণে রাজি ছিল না। এই প্রস্তাব না মানায় আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে রইল। মিশর ও সিরিয়া সোভিয়েত অস্ত্রের সহায়তায় পুনরায় আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গঠনে মন দেয়। প্যালেস্টিনীয় শরণার্থীরা যাদের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ তারা গৃহহারা হয়ে নিঃসহায় হয়ে পড়ে এবং সন্ত্রাসবাদী কাজের দ্বারা ইসরয়েলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালায়।

প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা (Palestine Liberation Organisation = PLO) : ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর হাজার হাজার প্যালেস্টানীয় জর্ডন ও অন্যান্য স্থানের উদ্‌বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডা. হাবাশ-এর নেতৃত্বে জর্ডনের উদ্‌বাস্তু শিবিরেই গড়ে ওঠে 'আরব ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট' (ANM) নামক একটি সংস্থা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুয়েতে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্র প্যালেস্টানীয় যুবক ইয়াসের আরাফতের (Yasser Arafat) নেতৃত্বে 'ফাতাহ' সংগঠনটি গড়ে তোলেন। এর লক্ষ ছিল প্যালেস্টাইনের মুক্তি। প্যালেস্টানীয়দের সমস্যার প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির সহানুভূতি থাকলেও তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। অগত্যা প্যালেস্টানীয় আরবগণ নিজস্ব অধিকার ও নিরাপত্তা আদায়ের জন্য স্বনির্ভর একটি মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা' বা 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (Palestine Liberation Organisation বা P.L.O)। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পর প্যালেস্টানীয় আরবরা আর নুতন করে আরব রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তির ওপর ভরসা করতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্টানীয় আরবগণ P.L.O-কে সামনে রেখে ইসরায়েলের মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করেছিল। P.L.O-র উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করা। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'ফাতাহ্' P.L.O-তে যোগ দেয়।

ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে PLO গঠন

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে P.L.O-র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন 'ফাতাহ্' নেতা ইয়াসের আরাফত। আরাফত P.L.O-কে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি প্রথামাফিক যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্তে ইসরায়েলের ওপর লাগাতর 'সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ' চালিয়ে হৃত প্যালেস্টানীয় ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন। আরব সন্ত্রাসবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথমোর্চা, আরাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন P.L.O সংগঠনটি আরব–ইসরায়েল দ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। P.L.O গঠিত হওয়ার পর এই সংগঠনটি একটি Covenant বা চুক্তিপত্র রচনা করেছিল। এই চুক্তিপত্র প্যালেস্টানীয় জাতীয় পরিষদ বা 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল' (Palestine National Council) গঠন করেছিল। এই কাউন্সিল PLO-র নীতি নির্ধারণ করার অধিকারী ছিল। PLO-র বৃহত্তম গেরিলা সংগঠন হল

Scanned with CamSc

আল-ফতাহ। এর নেতা ছিলেন ইয়াসের আরাফত। 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন ইয়াসের আরাফত। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পর যে সব ইহুদি প্যালেস্টাইনে এসেছে তাদের বিতাড়ন করাই ছিল P.L.O-র উদ্দেশ্য। সাধারণ আরববাসীদের প্রত্যয় ছিল যে আরাফতের নেতৃত্বাধীন P.L.O একদিন ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। P.L.O জর্ডন ও লেবানন সীমান্তে লাগাতর গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছিল।

চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ইয়ম কিপুরের যুদ্ধ ঃ ১৯৭৩ খ্রিঃ (Fourth Arab–Israel War, The Yom Kippur War, 1973) ঃ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করে ইসবায়েল তার অধিকৃত আরব ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয় নি। তাই মাঝে মাঝেই দুপক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও হত। রাশিয়া আরবদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছিল। ইসরায়েলের বোমারু বিমান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে বোমাবর্ষণ করে এবং নীলনদের ওপর একটি সেতু ধ্বংস করে দেয়। এরপর ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বোমারু বিমান ইরাক ও জর্ডনের ওপর আক্রমণ চালায়। এর কয়েক দিন পরেই ইসরায়েল লেবাননের রাজধানী বেইরুটের বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করে ১৩টি বিমান ধ্বংস করে দেয়। এইভাবে পর পর ইসরায়েলের আক্রমণাত্মক নীতি আরব দেশগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলে এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েলের এই আগ্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসেরের মৃত্যুর পর নতুন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত (Anwar Sadat) দু' মুখো নীতি নেন। একদিকে ইসরায়েলীদের কাছ থেকে হৃত ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার জন্য উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করে তোলা এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মিটমাটের জন্য ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। বাহ্যত সোভিয়েত সাহায্য গ্রহণে তিনি গররাজি ছিলেন। ১৯৭২ খ্রিঃ মিউনিখ অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ইসরায়েলী কুস্তিবীররা জাতীয়তাবাদী আরব জঙ্গিদের দ্বারা নিহত হলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের হাতে মিশর, সিরিয়ার পরাজয় ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ঃ জেনেভা সম্মেলন

ইয়ম কিপুরের যুদ্ধ ঃ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইসরায়েল বনাম মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মিশর ও সিরিয়া যুগ্মভাবে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর ইসরায়েল আক্রমণ করে। ইহুদিদের বার্ষিক 'ইয়ম কিপুর' উৎসবের দিনে অধিকৃত স্থান পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আরবরা এই আক্রমণ শুরু করেছিল। তাই এই যুদ্ধ ইয়ম কিপুর যুদ্ধ বা 'রামাদান যুদ্ধ' (Ramadan War) নামে পরিচিত। মিশরীয় বাহিনী ইসরায়েল অধিকৃত সিনাই উপত্যকায় আক্রমণ চালায়। প্রথম দিকে মিশর ও সিরিয়া ইসরায়েলকে

Scanned with CamScanner

কোণঠাসা করলেও পাল্টা আক্রমণে ইসরায়েল দুই শক্তিকে তীব্র আঘাতে কাবু করে ফেলে। এ্যারিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে ইসরায়েলী সাঁজোয়া বাহিনী মিশরীয় অভিযানকে প্রতিহত করে। এমনকি তারা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সিনাই অঞ্চল পুনর্দখল করতেও সক্ষম হয়। সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েল বাহিনী গোলান হাইটস্ দখল করে। ১৯৭৩ খ্রিঃ এই যুদ্ধে আবার মিশর ও সিরিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও আরব দুনিয়ায় নতুন করে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। তেল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলি ইসরায়েলকে সাহায্যদানকারী সমস্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং বাজারে তেলের দাম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। তেল উৎপাদনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে এভাবে একটি অত্যাবশ্যক পণ্যকে আমদানিকারকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করায় সমস্ত ইওরোপীয় গোষ্ঠী বিচলিত হয়ে পড়ে। ব্রিটেন ইসরায়েলকে অস্ত্র চালান স্থগিত রাখে। জাপান তার পশ্চিম এশীয় নীতি তড়িঘড়ি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। মস্কো থেকেও এই সময় আরবদের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়। এ সময় আমেরিকা যুদ্ধবিরতি ও শান্তি সম্মেলনের দৌত্যে নেমে পড়ে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছানুসারে জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ-বিরতির আদেশে উভয় পক্ষ অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে। এরপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিবদমান দুপক্ষ জেনেভায় এক 'সম্মেলন' বসে। মিশর, জর্ডন ও ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা ছাড়াও জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (Kurt Waldheim), মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগার (Kissinger) এবং সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো (Andri Gromiko) এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন আংশিকভাবে সফল হয়। ইসরায়েল সুয়েজ খাল সংলগ্ন অঞ্চল থেকে তার সেনা ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছিল।

আরব-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঃ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

অবশেষে মিশর সহ আরব শক্তিগুলি উপলব্ধি করে যে, ইসরায়েল রাষ্ট্র যা প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। ইসরায়েলকে উচ্ছেদ করে পিতৃভূমির সঙ্গে যোগ করা যাবে না একথা আরব নেতাদের অধিকাংশ বুঝতে পারেন। কিন্তু ইসলামীয় আদর্শ ও মৌলবাদীদের চাপে একথা স্বীকার করে ইসরায়েলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার সাহস আরব নেতাদের ছিল না। মিশরের নতুন প্রেসিডেন্ট সাদাত শেষ পর্যন্ত সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা দেখান। হেনরি কিসিঞ্জারের দৌত্যের ফলে আরব-ইসরায়েলের মনোভাব বদলাতে থাকে। সাদাত ইসরায়েল পরিভ্রমণ করেন এবং ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী মেনাচিম বেগিন (Menachem Begin) মিশর পরিভ্রমণ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার (Jimmy Carter) ১৯৭৭ খ্রিঃ উদ্যোগ নিয়ে সাদাত ও বেগিনকে তাঁর ক্যাম্প ডেভিড খামারে নিয়ে যান।

Scanned with CamSc

খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ স্বাক্ষরিত হয়। মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। ইসরায়েল ... অঞ্চল থেকে তিন বছরের মধ্যে তার বাহিনী সরিয়ে নেয়। সুয়েজ খাল ও ... উপসাগরে অবাধ ইসরায়েলী নৌ-চলাচলে মিশর রাজী হয়। অবশ্যই মিশরের অর্থ... দুর্দশা সাদাতকে মার্কিন সাহায্যের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করার জন্য খানিক... করেছিল। পরিণতিতে আরব দুনিয়ায় মিশর বেশ কিছুকালের জন্য 'নির্বান্ধব' হয়ে... বিশেষত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সত্ত্বেও অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে ... অপসারণে এবং সীমিত স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে P.L.O.-র সঙ্গে কোনো ... আলাপ-আলোচনায় রাজি না হওয়ায় ইসরায়েলের মতিগতি সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই ... অর্থাৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় নি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল একতরফা লেব... আক্রমণ করে পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তোলে।

লেবানন-এ ইসরায়েলী আক্রমণ, ১৯৮২ খ্রিঃ (Israelian attack on Lebanon) ঃ লেবানন হল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি ছোট রাষ্ট্র। লেবাননের একদিকে সিরিয়া, অন্যদিকে ইসরায়েল। ইসরায়েল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লেবানন আক্রমণ করেছিল। অনেক পশ্চিমী ভাষ্যকার মনে করেন লেবাননে আক্রমণ চালানোর পিছনে ইসরায়েলের 'নিরাপত্তা-জনিত কারণই প্রধান ছিল। লেবাননে ৩টি মুসলিম সম্প্রদায় ছিল। যথা—শিয়া, সুন্নী ও দ্রুজ, ৪টি খ্রিস্টান গোষ্ঠী—Greek Orthodox, Maronites, Roman Catholic এবং Armenians। লেবাননে অনেকদিন ধরে খ্রিস্টানদের ও মুসলমানদের মধ্যে ও দ্রুজ (Druze), শিয়া, সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ চলছিল এবং লেবাননের অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল। লেবাননে আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসম্প্রদায় বিরোধ এক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। লেবাননে অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের সুযোগে প্রতিবেশী ইসরায়েল, সিরিয়া, পি.এল.ও (P.L.O) তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে লেবাননে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রবল গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল P.L.O.। P.L.O লেবাননের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে ইসরায়েলের ওপর গেরিলা হানা চালাচ্ছিল। দক্ষিণ লেবানন এলাকায় তারা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য Fatherland স্থাপন করার চেষ্টা করছিল। প্রায় ১২টিরও বেশি প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠী এখান থেকে জঙ্গী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। এতে ইসরায়েলের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে থাকে। এছাড়া, সিরিয়া লেবাননের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলি লেবাননের দক্ষিণভাগে প্রতিস্থাপন করে চলেছিল। ইসরায়েল এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন লেবাননকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু লেবাননকে আক্রমণ করে ইসরায়েল বিপদে পড়েছিল এবং নজীরবিহীন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেখানে সৈন্যবাহি...

Scanned with CamSc

নামানো হয়েছিল। ট্রাক বোমারু বিস্ফোরণের শিকার হয়ে তাদের সরে আসতে হয়। ইসরায়েলী বাহিনীও শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছিল। এই প্রথম আরব-ইসরায়েলী সংঘর্ষে ইহুদিদের থমকে যেতে হয়েছিল, অবশ্য তার আগে তারা লেবাননের শরণার্থী শিবিরে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ইসরায়েলের লেবানন আক্রমণকে কেন্দ্র করে 'প্যালেস্টাইন সমস্যা' আবার বিশ্বের জনসাধরণের দৃষ্টিতে ফিরে আসে। লেবাননের শরণার্থী শিবিরে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের নির্বিচারে হত্যার পর সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল। রেগন প্রশাসন বুঝেছিল যে, প্যালেস্তাইন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ীভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না এবং তা না হলে মার্কিন–বিরোধী শক্তিগুলির প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহার ও প্যালেস্তিনীয় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানকল্পে প্রেসিডেন্ট রেগন একটি নূতন প্রস্তাব ঘোষণা করেন, যা অচিরেই 'রেগন প্রস্তাব' (Reagon Plan) নামে অভিহিত হয়। 'রেগন প্রস্তাব'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্প ডেভিডে স্বাক্ষরিত চুক্তি 'A Frame work for Peace'-এর মত ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা ও গাজা ভূখণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল, স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃতি ও রূপরেখা নির্ধারিত হবে ইসরায়েল—জর্ডন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেহেতু জর্ডনের পশ্চিম তীরবর্তী এলাকায় জর্ডনের সার্বভৌমত্ব, সেহেতু একথা ধরে নেওয়া হয়েছিল জর্ডন সরকার প্যালেস্তিনীয়দের সঙ্গে আলোচনার পরই ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করবেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চল ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তোলার ব্যাপারে আরাফত ও জর্ডনের রাজা হুসেনের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু P.L.O-র অন্তর্ভুক্ত উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি তুমুল বিরোধিতা করে। এভাবে মার্কিন প্রশাসনের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর দু বছর পরে পুনরায় রাজা হুসেন ও আরাফতের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং জর্ডন রাষ্ট্রের একটি অংশ হিসাবে পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী প্যালেস্তিনীয়দের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়ার বিষয়ে সহমতও গড়ে উঠেছিল। এর ভিত্তিতে রাজা হুসেন পশ্চিম এশিয়ার শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেছিলেন। যদিও মার্কিন প্রশাসন এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। আসলে শান্তিপ্রক্রিয়ায় P.L.O.-র অংশগ্রহণ মার্কিন প্রশাসনের মনঃপূত ছিল না।

১৯৮২ খ্রিঃ ইসরায়েলের লেবানন আক্রমণ 'প্যালেস্টাইন সমস্যা'কে নূতন করে বিশ্বের দরবারে হাজির করে

বার বার নিজ অঞ্চলে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্যালেস্তিনীয়দের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এভাবে ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠতে দেখে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল। একদিকে অধিকৃত পশ্চিমাঞ্চল (Occupied West Bank) এলাকা ও গাজা ভূ-খণ্ডে ইসরায়েলী

Scanned with CamSc

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের এক প্রবল স্বতঃস্ফূর্ত 'গণঅভ্যুত্থান' (intifadah) শুরু হয়েছিল। ইসরায়েল অধিকৃত এলাকার মধ্যেই এবার সরাসরি প্যালেস্তিনীয়দের বিদ্রোহের গুরুতর প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে P.L.O র সমান্তরাল এই 'জনজাগরণ' প্যালেস্টানীয় জাতীয় পরিষদকে' (Palestine National Council) অন্যভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল।

প্যালেস্তিনীয়দের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া

অধিকৃত পশ্চিমাঞ্চল এলাকা এবং গাজা ভূখণ্ডে এক গণ-অভ্যুত্থান, -'ইন্তিফাদা' ১৯৮৭ খ্রিঃ ('Intifadah' in Occupied West Bank and Gaza Strip) : ইসরায়েল অধিকৃত গাজা ভূখণ্ডে ও অধিকৃত পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্যালেস্তিনীয় গণ-অভ্যুত্থান বা 'ইন্তিফাদা'র জন্য ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা আরব উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রধানত দায়ী ছিল। তারা যে কেবল উদ্‌বাস্তু ছিল তা নয়, ক্যাম্পগুলিতে তাদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ ও যন্ত্রণায় ভরপুর ছিল। নৈরাশ্য, দারিদ্র, রোগ, অভাব প্রভৃতি ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্‌বাস্তুদের নিত্যসঙ্গী ছিল। এই পঙ্কিল জীবনযাত্রা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে যারা অল্পবয়সী তারা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। কারণ তারা ভেবেছিল যে, কেবল জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে প্যালেস্তিনীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। একেই 'ইন্তিফাদা' (Intifadah) বলা হয়। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির ঔদাসীন্য ও দীর্ঘসূত্রিতাও এই গণ-আন্দোলনের জন্য দায়ী ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যুবসমাজ প্রধানত যুক্ত ছিল। বয়স্ক বা প্রবীণরা এর সঙ্গে যুক্ত না থাকায় একে 'যুব সম্প্রদায়ের আন্দোলন বা বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্যালেস্তিনীয় যুবকরা আন্দোলন আরম্ভ করে। শুরুতে P.L.O.-র সাথে আন্দোলনকারী তরুণদের এ বিষয়ে কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। ইন্তিফাদার নেতৃত্বে P.L.O. ছিল না এবং এই অভ্যুত্থান বহির্বাসী প্যালেস্তিনীয় নেতৃত্বের (Leadership in diaspora) ওপর অনাস্থার ইঙ্গিতও বহন করে। ইসরায়েল সরকার এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার জন্য প্রথম থেকে কঠোর হতে শুরু করে। পুলিশ ও সেনা নিয়োগ করা হয় এবং ব্যাপক হারে ধরপাকড়, শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়। এইভাবে অত্যাচার যখন তুঙ্গে তখন P.L.O. 'ইন্তিফাদার' সামিল হয়।

অধিকৃত পশ্চিমাঞ্চল এলাকা ও গাজা ভূখণ্ডে গণ-অভ্যুত্থান বা 'ইন্তিফাদার'

ইসরায়েলের সেনাদল তরুণবয়সী প্যালেস্তিনীয়দের ধরে ধরে হত্যা করতে ও নির্মমতার সঙ্গে শাস্তি দিতে থাকায় আন্তর্জাতিক জনমত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের নানা দেশের মানবতাবাদীরা ইসরায়েল সরকারের কঠোর সমালোচনা করে এবং অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার কথা বলে। এই বিদ্রোহের তাৎপর্য ছিল যে,

Scanned with CamSc